



## 43840 - মাহদীর হাকীকত ও কয়ামতরে আলামতগুলোর ক্রমধারা

### প্রশ্ন

ইমাম মাহদী কবে কথিবা তিনি কবে হবনে? তাঁর আবরিভাবরে ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহতে কি কোন দলিল আছে? কয়ামতরে আলামতগুলো প্রকাশ পাওয়ার ক্রমধারা কী; যার মধ্যে মাহদীর আবরিভাব, দাজ্জালরে ফতিনা, ইয়াজুজ-মাজুজ ও ঈসা আলাইহিস সালামরে অবতীর্ণ হওয়া রয়েছে? আশা করি বিস্তারতি জবাব দিবনে।

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইমাম মাহদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বংশধর একজন সৎ মানুষ। যনি শেষে যামানায় আসবনে। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ মানবজাতরি পরিস্থিতি সংশোধন করবনে এবং পৃথিবী জুলুম ও অবচারে ভরে যাওয়ার পর ন্যায় ও ইনসাফে ভরে উঠবে। তাঁর নাম হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে নামে। তাঁর পতির নাম হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে পতির নামে। তাঁর পুরো নাম হবে এমন: মুহাম্মদ বনি আব্দুল্লাহ আল-মাহদী কথিবা আহমাদ বনি আব্দুল্লাহ আল-মাহদী। তাঁর বংশধারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কণ্যা ফাতমা (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে সমাপ্ত হবে। তিনি হবনে হাসান বনি আলী (রাঃ)-এর বংশধারায়। তিনি আবরিভূত হওয়ার আলামত হলো দুঃসময় ও পৃথিবী জুলুম-অত্যাচারে ভরে যাওয়া।

তিনি আবরিভূত হওয়া ও তাঁর উল্লেখযোগ্য বশেষ্টগুলোর পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায় কিছু হাদিসে। যবে হাদিসগুলো সামষ্টিকভাবে ভাবগত-মুতাওয়াতিররে পর্যায়ে পড়েছে। 1252 নং প্রশ্নোত্তরে তা বিস্তারতি আলোচতি হয়ছে।

আর কয়ামতরে আলামতগুলো সম্পর্কে কথা হলো:

এ ব্যাপারে আলমেগণ মতভেদে করছেন। তাদের মতভেদের কারণ হলো: সুন্নাহতে আলামতগুলোর কোন ক্রমধারা উদ্ধৃত না হওয়া। কিন্তু আলমেগণ কিছু ঘটনার ক্রমধারা উদ্ভাবন করছেন; যা নমিনরূপ:

১। কয়ামতরে ছোট আলামতগুলো প্রকাশ পাওয়া। ছোট আলামত অনেক। সগেলোর সবশেষে কোন ক্রমধারা নই। সগেলোর মধ্যে রয়েছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে নবুয়ত ও মৃত্যু, আমওয়াসরে প্লগেরোগ, ফতিনার উত্থান, আমানতদারতি হারিয়ে যাওয়া, ইলম তুলে নয়ো ও অজ্ঞতার উত্থান, সুদ-ব্যভিচার-বাদ্যযন্ত্র-মদরে বিস্তার এবং এগুলোকে হালাল জানা, ভবনরে দীর্ঘতা নিয়ে প্রতিযোগিতা, খুন বেড়ে যাওয়া, সময় দ্রুত অতবিহতি হওয়া, মসজিদরে কারুকাজ, শরিকরে



আধিপত্য, লাম্পট্যের বসিতার, কৃপণতার বৃদ্ধি, ব্যাপক হারে ভূমিকম্প হওয়া, ভূমধ্বস, মানব-রূপান্তর ও আকাশ থেকে পাথর পড়া, সৎলোকদের প্রস্থান, মুমনিরে স্বপ্ন সত্য হওয়া, সুনতরে ব্যাপারে অবহলো, মথিয়ার ব্যাপকতা, মথিয়া-সাক্ষ্যদান বড়ে যাওয়া, আকস্মিক মৃত্যু বড়ে যাওয়া, অধিক বৃষ্টিপাত ও কম উদ্ভিদি গজানো, মৃত্যুকামনা করা, রোমানরা বড়ে যাওয়া ও তাদের সাথে যুদ্ধ হওয়া ইত্যাদি আরও যা কিছু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হাদিসসমূহে উদ্ধৃত হয়েছে।

২। মাহদীর আবরিভাব হওয়া। দাজ্জাল বরে হওয়ার আগে ও ঈসা বনি মারিয়াম আলাইহিসি সালাম অবতীর্ণ হওয়ার আগে মাহদীর আবরিভাব ঘটবে। এর সপক্ষে প্রমাণ বহন করে জাবরে (রাঃ) এর হাদিস। তিনি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: অবশেষে ঈসা বনি মারিয়াম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবতরণ করবেন। তখন তাদের (ঐ দলের) আমীর আল-মাহদী বলবেন: আসুন আমাদের নামায়ের ইমামত করুন / কিন্তু তিনি বলবেন: না; যহেতু এই উম্মতের জন্য আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত সম্মান হচ্চে: আপনারা একজন অন্যজনরে উপর নতো।”[হাদিসটি আল-হারছি ইবনে আবু উসামা তার মুসনাদ গ্রন্থে সংকলন করছেন] ইবনুল কাইয়্যমে তাঁর ‘আল-মানারুল মুনীফ’ গ্রন্থে (১/১৪৭) বলেন: এর সনদ জাইয়্যদে। এ হাদিসটির মূল ভাষ্য সহি মুসলমি রয়েছে। তবে সেখানে আমীরের কথাটি উল্লেখ না করে এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে: অবশেষে ঈসা বনি মারিয়াম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবতরণ করবেন। তখন তাদের (ঐ দলের) আমীর বলবেন: আসুন আমাদের নামায়ের ইমামত করুন / কিন্তু তিনি বলবেন: না; যহেতু এই উম্মতের জন্য আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত সম্মান হচ্চে: আপনারা একজন অন্যজনরে উপর নতো।”[সহি মুসলমি (২২৫)] অর্থাৎ ঈসা আলাইহিসি সালাম মাহদীর পছনে নামায পড়বেন; যা প্রমাণ করে যে, মাহদীর আবরিভাব ঈসা আলাইহিসি সালামের আগে ঘটবে। ঈসা আলাইহিসি সালাম দাজ্জালকে হত্যা করবেন; যা প্রমাণ করে যে, মাহদীর যামানায় দাজ্জালরে আত্মপ্রকাশ ঘটবে।[দখুন: 10301 নং প্রশ্নততোর]

৩। দাজ্জালরে আত্মপ্রকাশ।

৪। ঈসা বনি মারিয়াম আলাইহিসি সালামরে অবতরণ ও তিনি দাজ্জালকে হত্যা করা।

৫। ইয়াজুজ-মাজুজরে বহিঃপ্রকাশ। ইয়াজুজ-মাজুজ যে, ঈসা আলাইহিসি সালামরে যামানায় বরে হবে এর সপক্ষে প্রমাণ বহন করে নাওআস বনি সামআন (রাঃ)-এর হাদিস। যাতে রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে একটা হাদিস বর্ণনা করছেন তাতে তিনি বলেন: সে (দাজ্জাল) ঐ অবস্থায় থাকাকালে আল্লাহ্ ঈসার প্রতি প্রত্যাদেশে করবেন যে, আমি আমার এমন কিছু বান্দার বহিঃপ্রকাশ ঘটয়িছে যাদের সাথে লড়াই করার কটে নই। সুতরাং আমার বান্দাদেরকে নরিপদে তুর (পাহাড়)-এ একত্রতি করুন। তথা আল্লাহ্ ইয়াজুজ-মাজুজকে পাঠাবনে এবং তারা প্রত্যকে উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। তাদের প্রথম দল তাবারীয়া লকে পার হবে এবং সেই লকে যা আছে সব তারা পান করে ফলেবে। আর তাদের সর্বশেষে দল যখন পার হবে তখন বলবে এখানে এক সময় পানি ছিল।



এরপর কয়ামতের আলামতগুলো পর্যায়ক্রমে দ্রুত আসতে থাকবে। আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদিসে এসেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “আলামতগুলো একটরি পছনে অন্যটি পরপর আসতে থাকবে; যভাবে পুঁতি সুতা থেকে পড়তে থাকে”। [তাবারানীর ‘আল-মুজাম আল-আওসাত, আলবানী ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহি বলছেন]

এরপর পশ্চিমি দিক থেকে সূর্য উদতি হবে, জন্ম বরে হবে, ভূমধিস ঘটবে এবং অন্য বড় আলামতগুলো প্রকাশ পাবে।

আমরা মৃত্যু অবধি অবচিল থাকার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করছি। তিনিই সর্বজ্ঞঃ।

আরও বেশি জানতে পড়ুন: ড. আব্দুল আলীম আল-বাসতাওয়রি ‘আল-মাহদযিয়ুল মুনতায়ার’ (১/৩৫৬) এবং ইউসুফ আল-ওয়াবলেরে ‘আশারাতুস সাআহ’ (পৃষ্ঠা-২৪৯) এবং প্রশ্নোত্তর নং 3259।